৬. চিত্রকলা

দিল্লি সুলতানদের অনাগ্রহ

স্থাপত্য শিল্পের মতো চিত্রকলার মধ্যেও মোগল শিল্প-ভাবনার উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। দিল্লির সুলতানগণ চিত্রকলার সমাদর না করলেও জৌনপুর, মাণ্ডু, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের স্থানীয় শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মিনিয়েচার চিত্রের বিকাশ ঘটেছিল। এর পূর্বে ভারতে হিন্দু ও জৈন চিত্রশৈলীর এক মহান ঐতিহ্যের অস্তিত্ব ছিল। এর সঙ্গে পারসিক প্রভাবের সমন্বয়ে মোগল চিত্রশৈলী প্রস্ফুটিত হয়।

হিন্দু, জৈন ও পারসিক প্রভাব

পারসিক ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির সমন্বয়

মোগল চিত্রকলা পারসিক শিল্পাদর্শ থেকে রসসিঞ্চন করলেও তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে আপন ধারায়। হিন্দু চিত্রকলা পারসিক চিত্রকলার থেকে ভিন্ন চরিত্রের হলেও মোগল বাদশাহগণ পারসিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি এদেশে আমদানি করলে ভারতীয় শিল্পীদের তা আকৃষ্ট করে। প্রাচীন হিন্দু শিল্পের অনুভূতি ও মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র। তার মূল উপাদান ও বিষয়বস্তু ছিল প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত কল্পনা। ভারতীয় শিল্পীরা এখন পারসিক শৈলীকে আপন ভঙ্গিতে প্রয়োগ করতে শুরু করে। ফলে মোগল চিত্রকলার মধ্যে পারসিক ও ভারতীয় চিত্ররসের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া মোগল চিত্রকলায় ব্যাকট্রিয়ান, ইরানীয় ও চিনা শিল্পরীতির প্রভাবও লক্ষণীয়। চিত্র সমালোচক পার্সি ব্রাউন মোগল চিত্রকলার ওপর ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত মোগল দরবারে টমাস রো ও হকিন্সের মতো ইংরেজ রাজদূতদের আগমন ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্যকুঠী স্থাপনের ফলে এই প্রভাব সম্ভব হয়।

ব্যাকট্রিয়ান, ইরানীয় ও চিনা প্রভাব

ইউরোপীয় প্রভাব

শিল্পের বিভিন্ন বিষয়বস্তু

এই বিভিন্ন প্রভাবে জারিত হয়ে উন্মেষ ঘটে মোগল চিত্রকলার কিছু নিজস্ব চরিত্রের। শিল্পীর কল্পনা ও বাদশাহের মর্জিমাফিক মোগল চিত্রকলায় কখনো আঙ্গিক, কখনো চিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, কখনো বা বিষয়বস্তুর প্রকাশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু হিসাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধ-অভিযান, দরবারে বাদশাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দৃশ্য যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনই গুরুত্ব পেয়েছে নৈসর্গিক দৃশ্য, পাখি, গাছপালা, জীবজন্তু, আবার রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি। পারসিক চিত্রধারার অনুসারী মোগল-ভারতীয় চিত্রধারার বিকাশে দুটি স্মরণীয় নাম হল বায়াজিদ ও তাঁর শিষ্য আগামারিক। পারস্যের সাফাবিবংশীয় সুলতান শাহ ইসমাইলের পৃষ্ঠপোষকতায় বায়াজিদ পারসিক চিত্রধারার সৃষ্টি করেন।

বায়াজিদ ও আগামারিক

বাবর

হুমায়ুন

মীর সৈয়দ আলি,

বাবর নিসর্গপ্রেমী হলেও স্বল্পকাল শাসনের ফলে চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করার সময় ও সুযোগ পাননি। তবে তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে তাঁর দরবারে চিত্রশিল্প অবহেলিত ছিল না। অনিশ্চিত রাজনৈতিক জীবনযাপনের জন্য হুমায়ুনের পক্ষে কোনো শিল্পবিকাশে সহায়তা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পারস্যে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার ফলে তিনি পারসিক চিত্রশিল্প ও শিল্পীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম সারির পারসিক চিত্রকর মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদ পরবর্তীকালে দিল্লিতে এসে চিত্রসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চিত্রকলাচর্চার জন্য হুমায়ুন এঁদের অধীনে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন।

Scanned with CamScanner

সেখানে দেশি-বিদেশি বহু শিল্পীর সমাবেশ ঘটে। এই শিল্পীদ্বয়ের পরিচালনায় প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পীর সহায়তায় হজরত মহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার ঘটনাবহুল জীবনকে কেন্দ্র করে কল্প-কাহিনিমূলক প্রায় ১২০০টি চিত্র সমন্বয়ে দস্তান-ই-আমীর হামজা বা হামজানামা নামে এক অ্যালবাম রচিত হয়। এই বিশাল অঙ্কনপর্ব সম্ভবত আকবরের শাসনকালে শেষ হয়েছিল। একাধিক উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ, পরিকল্পনার জটিলতা ও ব্যাপকতা ছিল এই চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য।

আবদুস সামাদ

চিত্রকলাচর্চার স্বতন্ত্র দপ্তর

দস্তান-ই-আমীর হামজা

আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে যে আকবর চিত্রাঙ্কনকে একাধারে শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করতেন। চিত্রকলাচর্চায় সবরকম সাহায্য ও উৎসাহ দিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। বহিরাগত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফারুক বেগ ও খসরু কুলি। আবুল ফজল প্রথম সারির যে ১৭ জন চিত্রকরের নাম করেছেন তার মধ্যে ১৩ জনই হিন্দু। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দশয়ন্ত, বসাওন, কেশব, মুকুন্দ, তারা, হরিবনস্ প্রমুখ। পাল্কিবাহক দশয়ন্তের অঙ্কন প্রতিভা আকবরকে মুগ্ধ করে। 'রজমনামা' গ্রন্থের অলংকরণে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বসাওন। কলকাতার জাদুঘরে রক্ষিত 'মজনু' চিত্রটি তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। আকবরের শাসনকালের কয়েকটি চিত্রালংকৃত গ্রন্থ হল রামায়ণ (১৫৮৮), দিওয়ান (১৫৮৮)। তারিখ-ই-কান্দাহারি (১৫৯৪-৯৫), আকবরনামা (১৫৯৪-৯৫), বাবরনামা (১৫৯৫-৯৬), তারিখ-ই-আলফি (১৫৯৭) প্রভৃতি। আকবরের নির্দেশে ফতেপুর সিক্রিতে কিছু দৃষ্টিনন্দন চিত্র আঁকা হয়। পাঠাগারে রক্ষিত ধর্মীয় গ্রন্থের চিত্র-অলংকরণ দেখে আকবরের ধর্মীয় সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব ক্ষুদ্র চিত্রকল্পে পারসিক, তুর্কি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পাদর্শের সমন্বয়ের চিত্র ফুটে ওঠে।

আকবর

চিত্রকলাচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা

হিন্দু চিত্রকরদের প্রাধান্য

গ্রন্থ অলংকরণ

ফতেপুর সিক্রিতে অঙ্কিত চিত্র

পিতার মতো জাহাঙ্গীরও ছিলেন চিত্রকলার অনুরাগী। তিনি চিত্র-সংগ্রাহকও ছিলেন। আকবরের জীবদ্দশাতেই তিনি হিরাটী চিত্রকর আকারিজার তত্ত্বাবধানে একটি চিত্রশালা স্থাপন করেন। আবুল হাসান, অনন্ত ও বিষণদাস প্রমুখ চিত্রকরের সহায়তায় জাহাঙ্গীর রাজকুমার, গজল ও রুবাইয়াৎ, দিওয়ান, আনোয়ার-ই-সুহেলি প্রভৃতি গ্রন্থের অলংকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। নাসির, মুরাদ, ওস্তাদ মনসুর প্রমুখ চিত্রকরগণও জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই পর্বে আকবরের আমলের পরিশুদ্ধ ও অভিজাত ছবিগুলির পাশাপাশি জাহাঙ্গীরের ছবিগুলি ছিল সরল ও গ্রামীণ সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। বিষণদাস, আবুল হাসান, বিচিত্র প্রমুখ শিল্পী বিশিষ্ট ব্যক্তি, সন্ত, গায়ক ও সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে চিত্রকলার এক স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে পাড়-চিত্রণ বিকাশ লাভ করে। দিওয়ান-ই-হাফিজ (১৫৮৫) গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অলংকৃত পাড়টি এর প্রথম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে বাবরনামা ও খামসার পাণ্ডুলিপিতে এর ক্রমবিকাশ ঘটে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে নূরজাহানের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে অনুগত চিত্রকরগণ বাদশাহের কৃতিত্ব ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কন করেন যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল ছিল না। বাদশাহের রাজনৈতিক দৈন্যকে গোপন করার এই প্রয়াস চিত্রকলার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দাবি করে।

জাহাঙ্গীর

চিত্রশালা স্থাপন

গ্রন্থ অলংকরণের পাশাপাশি প্রতিকৃতি অঙ্কন

পাণ্ডুলিপির পাড় চিত্রণ

জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক চিত্র

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল চিত্রকলার গৌরব হ্রাস পায়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বহু শিল্পী ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিত্রশালা স্থাপন করেন অথবা নিছক জীবিকার্জনের জন্য চিত্রাঙ্কন চালিয়ে যান। শাহজাহানের শাসনকালের এই অবহেলা ও ঔদাসীন্য আওরঙ্গজেবের সময় আরও বৃদ্ধি পায়। চিত্রকলাকে আওরঙ্গজেব বিলাসিতা ও ইসলামবিরোধী বলে মনে করতেন। তাঁর নির্দেশে বিজাপুরের আসরমহলের চিত্রগুলি বিনষ্ট ও সেকেন্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধের চিত্রগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়। তবে বাদশাহের জীবনের অনেক ঘটনাকে চিত্রে ধরে রাখার দৃষ্টান্তও আছে। রাজকীয় ঔদা-

শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনকালে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

Scanned with CamScanner

সীন্যে দিল্লির অনেক চিত্রশিল্পী আঞ্চলিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গমন করে।

মোগল চিত্ররীতি থেকে স্বতন্ত্র হলেও রাজস্থান, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর ও গোলকোন্ডায় ভারতীয় চিত্রচর্চার কাজ যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই চলেছিল। মোগল রাজদরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুবাদে রাজস্থানি চিত্রকর্মের ওপর মোগল প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও রাজস্থানি চিত্রকলায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগপ্রবণতার ভূমিকা ছিল বেশি। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে জনপ্রিয় কাংড়া চিত্রশৈলী লোকশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আঞ্চলিক শিল্পরীতি

সুলতানি যুগে চিত্রশিল্পের বিশেষ কদর ছিল না। মোগল বাদশাহগণই প্রথম চিত্রশিল্পের চরম বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন। মূলত পারসিক চিত্ররীতি মোগল চিত্রকলাকে প্রভাবিত করে। কালক্রমে এর সঙ্গে হিন্দু তথা ভারতীয় চিত্রধারায় সমন্বয় ঘটছিল। তবে মোগল চিত্রকলার প্রভাব রাজপরিবার ও অভিজাতবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরসঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। মোগল শাসন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেও তাদের সৃষ্ট চিত্রশিল্পের প্রভাব উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান ও পাঞ্জাব অঞ্চলে দীর্ঘদিন অনুভূত হয়।

পারসিক ও হিন্দুরীতির সমন্বয়

Scanned with CamScanner